পুরভোট চাই, বালুরঘাটে আন্দোলনে বামেরা

বালুরঘাট, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রশাসকের বোর্ড গড়ে ঘুরিয়ে শাসক তৃণমূলের হাতেই ক্ষমতা রাখতে গিয়ে, পুর এলাকার নাগরিক পরিসেবা বেহাল হয়ে পড়ছে। বুধবার এই অভিযোগ তুলে অবিলম্বে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত বোর্ড নিয়ে আসার দাবিতে সরব হল বামফ্রন্ট। একাধিক দাবিতে এদিন বালুরঘাট পুরসভায় অবস্থান বিক্ষোভ করে জেলা বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। দাবি পূরণ না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দেয় তাঁরা। আরএসপি নেতা বিমল সরকার বলেন, আমরা এই শহরের বাসিন্দা। ভালোমন্দ ঠিক রাখার দায়িত্বও আমাদেরই। কিন্তু যিনি জেলার ভোটার নন, সেই অর্পিতা ঘোষকেই পুরসভার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উনি কাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন, দল না বালুরঘাটকে। তাই কোনো কাজ যে তিনি করতে পারবেন না, তা প্রমাণ হয়েছে। এর ফলে কিন্তু পুরোপুরি নাগরিক পরিসেবা বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে। এমনকি ৩০ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে মজুরি দিতে গিয়ে বিদ্যুতের বিল সহ অন্যান্য বিল বকেয়া পড়ে যাচ্ছে। এই পুরসভাকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে নির্বাচন করতে হবে।

এদিন পুরসভা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি নিয়ে বালুরঘাট পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয় জেলা বামফ্রন্ট এর নেতৃত্ব। হাজারখানেক কর্মী–সমর্থক মিছিল করে এসে বিক্ষোভে শামিল হন। শেষে নয় দফা দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রশাসকের হাতে তুলে দেন বাম নেতারা। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আরো বড়ো আন্দোলনে নামা হবে বলে সংগঠন থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন পুরসভার প্রশাসক তথা মহকুমাশাসক ঈশা মুখার্জি।

এদিন অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ চৌধুরি, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুচেতা বিশ্বাস, বিমল সরকার, পরিমল সরকার, অরিজিৎ চন্দ, অমিত সরকার সহ প্রমুখ।

সুচেতা বিশ্বাস বলেন, বালুরঘাট পুরসভায় জনপ্রতিনিধিদের না রেখে, প্রশাসক পর্ষদ গড়ে দীর্ঘদিন ধরে পুরসভা পরিচালনা করে আখেরে শাসকদলের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জনপ্রতিনিধি না থাকায় সাধারণ মানুষকে নানান সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। অবিলম্বে পুর নির্বাচন করার দাবি জানিয়েছি আমরা। পাশাপাশি পুরসভার তরফে বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা ও সমব্যথী প্রকল্প পেতে প্রাপকদের যাতে হয়রান হতে না হয় সেই দাবিও জানিয়েছে। শংসাপত্র পেতেও হয়রানি বন্ধ, সবুজায়ন সহ অন্যান্য দুর্নীতির তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে।

বালুরঘাটে বিক্ষোভ সমাবেশ বামেদের।– মাজিদুর সরদার

উল্লেখ্য, বালুরঘাট পুরসভার নির্বাচিত বোর্ড গত বছর থেকেই নেই। প্রায় এক বছর ধরে এই পুরসভার ক্ষমতায় রয়েছেন প্রশাসক। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস থেকেই রয়েছেন প্রশাসক। অভিযোগ, নির্বাচিত বোর্ড না থাকার ফলে শহরের পরিসেবামূলক কাজে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু রাজ্য সরকার বা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোট না করানোর ফলে দীর্ঘদিন নির্বাচিত বোর্ড পাচ্ছে না বালুরঘাট। উলটে মাস কয়েক আগে প্রশাসক পর্ষদ গড়ে দেওয়া হয়েছে। বোর্ডে এসেছেন তৃনমূল নেতা শংকর চক্রবর্তী ও অর্পিতা ঘোষ।

দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে বালুরঘাট পুরসভা ছিল বামেদের দখলে। বিশেষ করে বাম শরিক আরএসপি এই পুরসভা এককভাবে দীর্ঘদিন পরিচালনা করে এসেছে। তবে ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর বালুরঘাট পুরসভাতেও বামেদের ভরাডুবি হয়েছিল। ২০১৩ সালের এই পুরসভার নির্বাচনে বামেদের কিন্তু ম্যাজিক ফিগারের দুটি আসনের আগেই থেমে যেতে হয়েছিল। ১৪–১১ ব্যবধানে বালুরঘাট পুরসভা দখল করেছিল তৃণমূল। তবে তৃণমূলের বালুরঘাট পুরসভার দখল নেওয়ার অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর হয়নি। প্রথম থেকেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে জেরবার ছিল দল। পুরসভার চেয়ারম্যান গঠন নিয়ে নানা টালবাহানা এবং পরে চেয়ারম্যান করা গেলেও, তৃণমূল কাউন্সিলারের অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছিল তৃণমূল জেলা নেতৃত্বকে। ২০১৩ সালে বালুরঘাট পুরসভার দখল তৃণমূল কংগ্রেস নিলেও পরবর্তীতে প্রায় সমস্ত নির্বাচনে বালুরঘাট পুর এলাকায় তৃণমূলের কার্যত ভরাডুবি হয়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই পুরসভা থেকে লিড পেয়েছিল বিজেপি। ওয়ার্ডের সংখ্যার নিরিখে তৃণমূল পৌঁছে ছিল তৃতীয় স্থানে। তৃণমূল মাত্র ১টি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছিল। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই পুরসভা এলাকা থেকে লিড দিয়েছিল বাম প্রার্থী বিশ্বনাথ চৌধুরি। ২৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল অবশ্য ৭ টিতে লিড পেয়েছিল। তবে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ব্যাপক ভরাডুবি হয়েছে এই বালুরঘাট পুরসভায়। পুরসভার ২৫ টি ওয়ার্ডেই লিড নিয়েছে বিজেপি প্রার্থী। লোকসভার নিরিখে বামেদের অবস্থা একেবারে শোচনীয়। তারা নেমে এসেছে তৃতীয় স্থানে। তাই এখান থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে বামেরা। তাঁরা হাতিয়ার করছে পুর এলাকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনকেই।

পানীয় জল পাচ্ছেন না সাত গ্রামের বাসিন্দা

ফালাকাটা, ১১ সেপ্টেম্বর: যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে দু'দিন ধরে নলবাহিত পানীয় জল পরিসেবা বন্ধ রয়েছে ফালাকাটার সাত গ্রামে। জল না পাওয়ায় ক্ষোভ ছড়াচ্ছে বাবুরহাট,কালীপুর বাঁধের পাড়,আসাম মোড়,উত্তর কালীপুর,দক্ষিণকালীপুর,পূর্ব ও পশ্চিম বংশীধরপুরে। গ্রামগুলির প্রায় দশ হাজার মানুষ জলের জন্য চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। হাতেগোনা কয়েকজন জল কিনে খেলেও অধিকাংশই নলকূপের আয়রনযুক্ত দূষিত জল খাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার দু–তিন কিমি দূরে মেজবিল,পলাশবাড়ি এলাকায় গিয়ে পিএইচই–র জল নিয়ে আসছেন। অবিলম্বে পরিসেবা স্বাভাবিক না হলে বাসিন্দারা আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন। বারবার এই জল পরিসেবা বিঘ্নিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরাও। ফালাকাটার বিডিও সুপ্রতীক মজুমদার পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পিএইচই সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার স্বপন ঘোষ বলেন, 'যান্ত্রিক সমস্যা মিটে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে জল পরিসেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

গত বছর শহর লাগোয়া ফালাকাটা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩টি বুথ এলাকায় নলবাহিত জল পরিসেবা চালু হয়। এজন্য ফালাকাটা–সোনাপুর জাতীয় সড়কের আসাম মোড়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকায় বিশাল রিজার্ভার তৈরি হয়। এই প্রকল্পটি এখনও পিএইচই–কে হস্তান্তর করা হয়নি। এখনও জল পরিসেবা ও পাইপলাইন দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। লোকসভা ভোটের আগে চার লেনের মহাসড়কের কাজের জন্য কয়েক জায়গায় পানীয় জলের পাইপ ভেঙে যাওয়ায় কাদম্বিনী চা বাগান ও সাইনবোর্ড এলাকায় এখনও এই প্রকল্পের জল পরিসেবা পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। বাকি গ্রামগুলিতেও পরিসেবা মাঝেমধ্যেই বিঘ্নিত হচ্ছে। এর আগে দু'দফায় তিন–চারদিন করে জল পরিসেবা বন্ধ ছিল। এজন্য পথ অবরোধও করেছিলেনকালীপুরের মহিলারা। সোমবার থেকে আবার সমস্যা শুরু হয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার পুরোপুরি জল পরিসেবা বন্ধ ছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

এই দু'দিন জলের পাত্র নিয়ে স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে ভিড় করেছেন বাসিন্দারা। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে জল না পেয়ে তাঁদের অনেকে ফিরে গিয়েছেন। বুধবার বিকেলে কালীপুরের বালুরঘাটে একটি স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে গৃহবধূ কল্পনা দাস বলেন, 'দু'দিন ধরে জল নিতে এসে ঘুরে যাচ্ছি। বাধ্য হয়ে নলকূপের আয়রনযুক্ত জল খেতে হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই এভাবে জল বন্ধ থাকে।' আরেক বাসিন্দা আসাম মোড়ের সঞ্জয় সরকার বলেন, 'রিজার্ভারের পাশে থেকেও জল পাচ্ছি না।'

উত্তর কালীপুর গ্রামের বাবুপাড়ার বাবুল সরকার জানান,বাধ্য হয়ে মেজবিল,পলাশবাড়ি গিয়ে পিএইচই–র জল নিয়ে আসছেন। রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি বাবুরহাটের দীপক সরকার বলেন, 'হঠাৎ জল বন্ধ হওয়ায় এলাকার মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন। দু–একজন জারের জল কিনে খেলেও বাকি সবাই নলকূপের দূষিত জলই খাচ্ছেন।' উত্তর কালীপুরের পঞ্চায়েত সদস্যা পম্পি সরকার রায় বলেন, 'মাঝেমধ্যেই এভাবে জল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনতে হচ্ছে। ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের। জল বন্ধ থাকার কারণও জানা যাচ্ছে না।'

স্থানীয় পাম্প অপারেটর কৃষ্ণ বর্মন অবশ্য বলেন, 'রিজার্ভারের বাইরে ও ভিতরে বিদ্যুতের বোর্ডে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সমস্যা হচ্ছিল। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পিএইচই সেকশনের শিলিগুড়ির কর্মীরা এসে এদিনই সব কিছু ঠিক করে দিয়েছেন।বৃহস্পতিবার থেকে জল পরিসেবা স্বাভাবিক থাকবে।'

কালিয়াচকে মহরমের মিছিলে পিস্তল, খেলনা বলল পুলিশ

এই ভিডিয়ো ফুটেজ ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

কালিয়াচক, ১১ সেপ্টেম্বর : মহরমের শোভাযাত্রায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করার অভিযোগ উঠল কালিয়াচকের এক যুবকের বিরুদ্ধে। সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইরাল হয়ে যায়। খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া জানিয়েছেন, এই ঘটনায় একরাম শেখ (৪২) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। তার বাড়ি কালিয়াচকের ঘাড়িয়ালিচক এলাকায়। তার কাছ থেকে একটি খেলনা পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার ছিল মহরমের দশমী তিথি। এই দিনটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। সেদিন কালিয়াচকের বিভিন্ন এলাকায় তাজিয়া সহ মিছিল বেরোয়। তেমনই একটি মিছিলে দেখা গেছে, ভিড়ের মধ্যে একজন আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে সেই মিছিলে হাঁটছে। সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। তদন্ত শুরু করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ভিডিয়োটিও খতিয়ে দেখা হয়। আটক করা হয় একরামকে। তার কাছ থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করে পুলিশ। দেখা যায়, সেটি একটি খেলনা পিস্তল।

কালিয়াচক থানার আইসি আশিস দাস জানিয়েছেন, ভিডিয়োটি দেখেই ওই যুবককে চিহ্নিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে তার বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে। তার বাড়ি থেকেই খেলনা আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। একরামকে আটক করা হয়েছে।

চলাচলের অযোগ্য রাস্তা
পঞ্চায়েতে তালা মেরে বিক্ষোভ

মানিকচক, ১১ সেপ্টেম্বর : রাস্তা মেরামতির দাবিতে পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার উত্তর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতে। দ্রুত রাস্তা মেরামত না হলে পঞ্চায়েতের তালা খোলা হবে না বলে সাফ জানান গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি বিবি ও তাঁর স্বামী আতাউর রহমান। শেষে প্রধানের রাস্তা সারাইয়ের আশ্বাসে সমস্যা মেটে। এদিনের মতো তালা খুলে বিক্ষোভ তুলে নিলেও, শীঘ্রই সমস্যার সমাধান না হলে আবারও একই পথে হাঁটা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। প্রধান বিউটি বিবি জানান, 'বিডিওর মাধ্যমে রাস্তা মেরামতের প্রকল্পটি জেলায় অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে সরকারি বরাদ্দ কবে আসবে, তার ঠিক নেই। আমরা নিজস্ব তহবিল থেকে রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিব।'

উত্তর চণ্ডীপুর গ্রামের বেশিরভাগ রাস্তার অবস্থায় বেহাল। সামান্য বৃষ্টিতেই যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ে রাস্তাগুলি। জলকাদার জন্য মাতৃযান চলাচল অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পুলিশের গাড়ি যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছে। গ্রামবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, স্থানীয় পঞ্চায়েতে বহুবার জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকেও জানানো হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা সংস্কার হয়নি। এর প্রতিবাদেই আমরা এদিন পঞ্চায়েতে তালা মেরে বিক্ষোভে শামিল হয়েছি। খবর পেয়ে পঞ্চায়েতে যান প্রধান সহ তাঁর স্বামী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত প্রধান দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। প্রধান বিউটি বিবি জানান, 'জেলাপরিষদের সভাধিপতির পরামর্শ মতো রাস্তা সংস্কারের প্রকল্প বিডিও'র মাধ্যমে জেলায় পাঠানো হয়েছে। জলকাদা জমে মানুষের যাতায়াতের যে সমস্যা হচ্ছে, তা আমরা বুঝতে পারছি। এর আগে বিডিও সাহেবের পরামর্শে নির্বাচনের সময় জরুরি ভিত্তিতে রাস্তার কাজ করানো হয়েছিল। তবে রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি বরাদ্দ কবে আসবে তার ঠিক নেই। তাই পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকেই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

রাস্তা যেন চষা মাঠ। ছবিটি তুলেছেন আজাদ।

মিশে গিয়েছে বাঙালির রক্তে

প্রথম পাতার পর

পত্রিকাতেই উপন্যাস বা উপন্যাসধর্মী কাহিনি প্রকাশের দিকে ঝোঁক। এই প্রবণতার এমন অর্থ করে নেওয়া যায় যে, পুজো সংখ্যা নাম দিয়ে প্রকাশকরা যা উপহার দিচ্ছেন পাঠককে, তা আসলে উপন্যাস সংখ্যা। নিজে গল্প, উপন্যাসের লেখক হয়ে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, শুধুই উপন্যাস বা কাহিনিধর্মী রচনা প্রকাশের এই প্রবণতা বাঙালির মননশীলতার প্রতি সুবিচার করে না। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাবে ধরে নিতে হয়, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, চলচ্চিত্র, নাটক বিষয়ক রচনাপাঠে বাঙালির আগ্রহ আর নেই। আশা করা যায়, পুজো সংখ্যার পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য ও মননশীলতার অভাবজনিত এই দৈন্যের দিকটি সামাল দিতে এগিয়ে আসবেন প্রকাশকরা। কারণ ঝুঁকির দায় নিতে হয়তাঁদেরই। পাঠকের মনে পুজো সংখ্যার নেশাটি নিখুঁতভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁরাই। নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে রুচিবদল ঘটালে লাভবান হবেন উপন্যাসের লেখকরাও। উপকৃত হবেন পাঠক। কেননা সৎ সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে গেলে প্রয়োজন হয় মননশীলতার ও সাহিত্যবোধের। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণাওথাকা জরুরি।

ছবি ঃ মাজিদুর সরদার

অপহরণের চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

করা গেছে। তার বাড়ি হেমতাবাদ থানারই চৌনগরে। এদিকে ওই যুবতির বাবা এদিন বিকেলে হাসপাতাল ক্যাম্পাসে জানান, মেয়ে সুস্থ হলেই হেমতাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। পুলিশকে সবরকম সাহায্য করতে তাঁরা প্রস্তুত। তবে পুলিশের ধারণা, ওই যুবতির সঙ্গে যুবকটির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তা না হলে রাত ১০টায় কেন যুবতি ওই যুবকের বাইকে ওঠার প্রস্তাবে রাজি হবেন?

রাতের অন্ধকারে স্কুলে আবর্জনা ফেলছে দুষ্কৃতীরা

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : প্রায় একমাস ধরে মেয়েদের স্কুলে চলছে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য। রাতের অন্ধকারে প্যাকেটে করে স্কুলের ক্লাসরুমের সামনে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে মল। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেও দুষ্কৃতীদের এই দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রায় প্রতিদিনই স্কুলে এসে নোংরার মধ্যেই ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে ছাত্রীরা। সমস্যায় পড়েছেন শিক্ষিকারাও। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা শহরের মকদমপুর গার্লস হাইস্কুলে। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এই দুষ্কর্ম চালাচ্ছে, তা বুঝতে পারছেন না শিক্ষিকারা। অন্ধকারে এলাকাবাসীও। গোটা ঘটনাটি জেলা শিক্ষাদপ্তরকে জানিয়েছেন শিক্ষিকারা। দুষ্কৃতীদের বাগে আনতে বিষয়টি জানানো হয়েছে ইংরেজবাজার থানাতেও। এনিয়ে বুধবার শিক্ষিকারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মকদমপুর গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা দেবযানী দে বলেন, প্রায় একমাস ধরে স্কুলের ভিতরে কেউ বা কারা প্যাকেটে করে মল ফেলছে। প্রথমদিকে আমরা স্কুলের পক্ষ থেকেই সেই নোংরা পরিষ্কার করে ফেলি। কিন্তু এখন প্রায় প্রতিদিনই সেই ঘটনা ঘটছে। প্রতিদিন মল পরিষ্কার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা স্কুল জুড়ে মলের স্তূপ। দুর্গন্ধে টেকা দায়। ক্লাস নেওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে আমরা এদিন ইংরেজবাজার থানায় বিষয়টি জানিয়েছি। আমরা চাই, দুষ্কৃতীদের এই দৌরাত্ম্য বন্ধ করা হোক। যদিও বিষয়টি জানতে পেরেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলা শিক্ষাদপ্তর।

ইংরেজবাজার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রিনপার্ক এলাকায় রয়েছে মকদমপুর গার্লস হাইস্কুল। এই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে এই স্কুলে প্রাথমিকে ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। মূলত আশেপাশের বাসিন্দারাই নিজেদের মেয়েদের এই স্কুলে পড়ান। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক মাস ধরে দুষ্কৃতীদের এই দৌরাত্ম্য চলছে। প্রথমদিকে শিক্ষিকারা ভাবতেন, হয়তো বোধহয় কেউ ভুলবশত এই কাজ করেছে। তাই বেশ কয়েকদিন স্কুলের পক্ষ থেকেই মল পরিষ্কার করানো হয়। কিন্তু লাগাতার একই ঘটনা ঘটতে থাকায় তাঁদের ভুল ভাঙে। প্রথমে তাঁরা বিষয়টি অভিভাবকদের জানান। কিন্তু তাঁরা কেউ কিছু জানাতে পারেননি। প্রতিদিন বাইরে থেকে স্কুলের ভেতর মল এসে পড়ায় একাধিক ক্লাসরুম থেকে শুরু করে অফিসঘরের সামনেও এখন মলের স্তূপ। দুর্গন্ধে ভরে গেছে গোটা স্কুল চত্বর। কেউ কাজ করতে পারছেন না। পড়াশোনা করতে পারছে না ছাত্রীরাও। এমনকি মিড–ডে মিলের রান্না হলেও তারা সেই খাবার খেতে পারছে না। বন্দিকা সেন নামে এক অভিভাবক জানান, আশা করে আমরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছি। কিন্তু গত কিছুদিন থেকে স্কুলে এমন কাণ্ড ঘটে চলেছে যে, আমরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছি। মেয়েরা যে কোনো মুহূর্তে অসুস্থ হতে পারে। ভাবছি, যতদিন না এই সমস্যার সমাধান হয়, ততদিন মেয়েকে স্কুলে পাঠাব না।

বিষয়টি জানতে পেরে নড়েচড়ে বসেছে জেলা শিক্ষাদপ্তর। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীতি সাঁপুই বলেন, এই স্কুলের শিক্ষিকারা বিষয়টি আমাকে জানিয়েছেন। গোটা ঘটনায় আমরা উদ্‌বিগ্ন। এই ঘটনায় দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনা নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে জেলাশাসক ও ইংরেজবাজার পুরসভায় চিঠি দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের দ্বারস্থ শিক্ষিকারা

প্রায় একমাস ধরে স্কুলের ভিতরে কেউ বা কারা প্যাকেটে করে মল ফেলছে। প্রতিদিন মল পরিষ্কার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা স্কুল জুড়ে মলের স্তূপ। দুর্গন্ধে টেকা দায়। ক্লাস নেওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে আমরা এদিন ইংরেজবাজার থানায় বিষয়টি জানিয়েছি। আমরা চাই, দুষ্কৃতীদের এই দৌরাত্ম্য বন্ধ করা হোক।

– দেবযানী দে

মকদমপুর গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা

সংবর্ধনা পেল সাহাপুর হোম

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকারের প্রতিভা অন্বেষণ উৎসব প্রতিযোগিতায় রাজ্যস্তরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মালদা জেলার সাহাপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হোম। ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিসেবা বিভাগ এই হোমের পড়ুয়াদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর নাটক পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে হোমের পড়ুয়ারা। এমনকি সেদিন একটি নৃত্যেও অংশগ্রহণ করে হোমের পড়ুয়ারা।

উল্লেখ্য,পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিসেবা বিভাগের উদ্যোগে প্রতিভা অন্বেষণ উৎসব প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গ জোনে সাহাপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হোমের পড়ুয়ারা নাটকে প্রথম ও নাচে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় নাটক ও নাচে তৃতীয় হয়। হোম সূত্রে খবর, প্রায় ১৬ জন পড়ুয়া নাচ ও নাটকের সঙ্গে যুক্ত। হোমে নিয়মিত তারা নাচ ও নাটক শেখে।

হোমের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক বাবলি ঘোষ বলেন, হোমের পড়ুয়ারা খুব ভালো। তারা যদি ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ পায়, তবে আগামীতে তারা আরও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে।

পুরস্কৃত মহরম কমিটি

মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার রাতের মহরমের লাঠিখেলার ও শোভাযাত্রার সেরা মহরম কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করল উত্তমাশা। বুধবার শহরের ফোয়ারা মোড়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরস্কারগুলি তুলে দেন জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য, জেলা পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক(সাধারণ) অশোককুমার মোদক, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান নীহাররঞ্জন ঘোষ, সংস্থার কর্ণধার তথা কাউন্সিলার অম্লান ভাদুড়ি, কাউন্সিলার নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি প্রমুখ।

বুনিয়াদপুরে মহরম উপলক্ষ্যে মেলা

বুনিয়াদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর : বংশীহারীর ল্যাংড়াপিরে বুধবার অনুষ্ঠিত হল জেলার সবথেকে বড়ো মহরম। ল্যাংড়াপিরের মাজার সংলগ্ন মাঠে প্রচুর দর্শকের উপস্থিতিতে এদিন বিকেল থেকে শুরু হয় লাঠিখেলা। মহরম উপলক্ষ্যে বিশাল মেলারও আয়োজন করা হয়। চলবে আগামী ৭ দিন ধরে। মেলায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে বংশীহারী থানার পক্ষ থেকে প্রচুর পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। এদিন মহরমের লাঠিখেলায় মোট ৪০টি দল অংশ নেয়। এর আগে পির সাহেবের উদ্দেশ্যে মহরম কমিটির পক্ষ থেকে সিরনি নিবেদন করা হয়। জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে বহু মানুষ এদিন পিরের মাজারে শ্রদ্ধা ও ভোগ নিবেদন করেন।

রিপোর্ট চাইলেন অমিত শা

প্রথম পাতার পর

টেনে হিঁচড়ে বের করে পুলিশ গ্রেফতার করে। রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে রাস্তার ওপর বসে 'অবস্থান বিক্ষোভ' ঘোষণা করা মাত্রই পুলিশ তাঁদেরও গ্রেফতার করে গাড়িতে তোলে।

বেশ কিছুক্ষণ এই ধুন্ধুমার কাণ্ড চলতে থাকার সময়েই দিল্লিতে নিজের বাড়িতে বসেই টিভিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাটি দেখেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের দপ্তরে ফোন করে পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। তিনি এরাজ্যের দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকেই ছিলেন। নিজের চোখে আন্দোলনের হাল দেখার পর তিনি রাজ্য নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশসূত্রে জানানো হয়েছে, বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছিল মিছিলটি ই–মল অবধি আসবে। তারপর সেখান থেকে ১০ জনের একটি প্রতিনিধিদল ভিক্টোরিয়া হাউসে গিয়ে স্মারকলিপি দেবে। সেই অনুযায়ী মিছিলটিকে সেখানে থামানো হয়।'

বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, সিইএসসি সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেশন কমিশনের কোনো নিয়মকানুন মানছে না। শুধুমাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে যথেষ্ট বেশি হারে বিদ্যুতের দাম নিচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে খোলামেলা কোনো টেন্ডারও ডাকছে না। এই অস্বচ্ছ ব্যবস্থা চলতে পারে না। এসব অভিযোগ শুনেই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশকে বেধড়ক পেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৪.২৮ ডিজেল টাঃ ৬৭.৩৬

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে। –সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল